ছেলেধরা গুজবে স্কুলে পড়ুয়া কমেছে

ফাঁসিদেওয়া, ১০ সেপ্টেম্বর : ফাঁসিদেওয়া এলাকায় এখনও ছেলেধরার গুজব কাটেনি। এর জেরে ঘুম উড়েছে পুলিশ-প্রশাসনের। এর আগে ছেলেধরা সন্দেহে একাধিক গণপিটুনির ঘটনার সাক্ষী হয়েছে ফাঁসিদেওয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুজবের কারণেই এরকম ঘটনা ঘটছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের। যতগুলি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তিরাই মানুষের ক্ষোভের শিকার হয়েছেন। গুজব রুখতে তৎপরতা দেখিয়েছে পুলিশও। এলাকায় মাইকযোগে প্রচার চালানো থেকে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায় ট্যাবলো সবই করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও সমস্যা কাটেনি। এখানেই শেষ নয়। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গ্রামীণ এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছেলেধরার ভয়ে পড়ুয়ার সংখ্যাও অনেকটা কমেছে বলে খবর।

প্রায় একমাস আগেই ফাঁসিদেওয়া ব্লক সহ গোটা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকাজুড়েই ছেলেধরা গুজব ছড়িয়েছে। সন্দেহভাজন অচেনা ব্যক্তি দেখলেই চড়াও হচ্ছে মানুষ। বিশেষত বাগান এলাকাগুলিতে এধরনের ঘটনা বেশি করে ঘটছে। ঘোষপুকুরে সম্প্রতি গণপিটুনি দেওয়ার অভিযোগে আটজন গ্রেফতার হয়েছেন। এছাড়া একাধিক বিক্ষিপ্ত ঘটনাও রয়েছে। এধরনের ঘটনা বহাল থাকায় চা বাগান এবং গ্রাম এলাকায় পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে বাধা দিচ্ছেন অভিভাবকরা। দ্বারাবক্সজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিচার-ইন-চার্জ প্রিয়নাথ সিংহ জানিয়েছেন, ছেলেধরা গুজব ছড়ানোর কারণে তাঁদের স্কুলেও পড়ুয়ার সংখ্যা কমে গিয়েছিল। এরপর ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে আসার পর কিছু পড়ুয়াকে ফের বিদ্যালয়মুখী করা গিয়েছে। কিন্তু গ্রামের ভেতরে যে সকল স্কুল রয়েছে, সেখানে অনেক পড়ুয়া যাচ্ছে না। ফাঁসিদেওয়া থানার অফিসার-ইন-চার্জ সুজিত লামা বলেন, 'গোটা এলাকায় ছেলেধরার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে গুজবে কান না দেন সেজন্য সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, 'সন্দেহভাজন কাউকে দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিন। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।'

চোখ পরীক্ষা

বানারহাট, ১০ সেপ্টেম্বর : ধূপগুড়ি ইচ্ছেডানা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হাসপাতাল-এর সহযোগিতায় মঙ্গলবার বানারহাট থানার তোতাপাড়া বাজারে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন হয়। আয়োজকরা জানান, এদিন শিবিরে ১১৮ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের মধ্যে ২২ জনের ছানি অপারেশন করা হবে। এদিন ৮ জনকে শিলিগুড়ি পাঠানো হয়েছে বলে তাঁরা জানান। উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনেশ মজুমদার, বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভাগ্যশ্রী টিগ্গা, সমাজসেবী রাজু গুরুং, জোনাথন শেরপা, বিমল মাহালি সহ আয়োজক সংস্থার সদস্যরা।

তৃণমূলের মিছিল

নিশিগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর : এনআরসির বিরোধিতায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোচবিহার-১ ব্লকের চান্দামারি বাজারে মিছিল বের করা হয়। পাশাপাশি, একই ইশ্যুতে সোমবার সন্ধ্যায় নিশিগঞ্জে মিছিল করে তৃণমূল। নিশিগঞ্জ-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা সোমবার নিশিগঞ্জ বাজারে ওই মিছিলে পা মেলান। মিছিলে বিজেপি বিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়।

চিতাবাঘের খোঁজে বনকর্মীরা। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

চিতাবাঘকে জঙ্গলে ফেরাল বন দপ্তর

যাদবপুর চা বাগান

ময়নাগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : রেডিয়ো কলার পরানো চিতাবাঘকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে কালঘাম ছুটল বনকর্মীদের। মঙ্গলবার বিকেলে গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া রামশাইয়ের যাদবপুর চা বাগান ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয় চিতাবাঘটি। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাইয়ের ভেলুয়ারডাঙ্গা এলাকায় একটি চিতাবাঘকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন বনকর্মীরা। এরপর সেখান থেকে যাদবপুর চা বাগানের বিভিন্ন সেকশনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল চিতাবাঘটি। প্রতিদিনই এলাকাজুড়ে বিভিন্ন গবাদিপ্রাণীকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখছিলেন এলাকাবাসীরা। এর জেরে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল। রামশাই মোবাইল রেঞ্জের বনকর্মীরা দিনরাত টহলদারিও চালাচ্ছিলেন। কিন্তু চিতাবাঘটিকে ধরা যাচ্ছিল না।

এরপর ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। শনিবার তাঁরা রামশাইতে আসেন। সেখানে এসে তাঁরা রেডিয়ো কলারের গতিবিধি দেখে তা ট্র্যাক করে চিতাবাঘটির ওপর নজরদারি শুরু করেন।

অবশেষে লাগাতার পাঁচদিনের প্রচেষ্টার পর মঙ্গলবার বিকেলে চিতাবাঘটিকে যাদবপুর চা বাগান থেকে দূরে সরাতে সফল হন বনকর্মীরা। এদিন সকাল থেকেই বাগানের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালান বনকর্মীরা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর রামশাই মোবাইল রেঞ্জের বনকর্মীরা এলাকাজুড়ে চকোলেট বম ফাটিয়ে চিতাবাঘটিকে চা বাগান থেকে কিছুটা দূরে পাঠান।

ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার সদস্য সুরজকুমার দাস বলেন, 'রেডিয়ো কলারের মাধ্যমে ট্র্যাক করে চিতাবাঘটির গতিবিধি নজরে রাখা হয়েছে। এর আগে পাঁচটি চিতাবাঘকে রেডিয়ো কলার পরানো হয়েছে।' রামশাই মোবাইল রেঞ্জের রেঞ্জার বিশ্বজ্যোতি দে জানান, কয়েকদিন ধরেই তাঁরা চিতাবাঘটিকে চা বাগান থেকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। অবশেষে এদিন সেটিকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দেওয়া গিয়েছে। তবে গরুমারার জঙ্গল খুব কাছে থাকায় গবাদিপ্রাণী শিকারের জন্য চিতাবাঘটি চা বাগানে আশ্রয় নিচ্ছে বলে জানান বিশ্বজ্যোতিবাবু। স্থানীয় বাসিন্দারা যাতে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় গবাদিপ্রাণী না চরান সেজন্য আগামীতে প্রচার চালানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মহিলা উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করা এক মহিলাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন এলাকাবাসী। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার নাম কল্পনা দাস। তাঁর বাড়ি মোহিতনগর এলাকায়। এদিন সকাল থেকে ওই মহিলাকে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মহিলার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা পেয়ে তাঁরা তাঁকে আটক করে রাখেন। তাঁকে চা, বিস্কুট খাওয়ান। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে। কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার বলেন, মহিলার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কী কারণে তিনি বাহাদুর এলাকায় গিয়েছিলেন তা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

আগাছা সাফাইয়ের দাবি

সিতাই, ১০ সেপ্টেম্বর : সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে রোগী ও তাঁদের বাড়ির লোকেদের জন্য তৈরি হয়েছে বিনোদন উদ্যান। সেটি জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। অভিযোগ, উদ্যানটিতে মশার বংশবিস্তার হচ্ছে। পোকামাকড়েও ভরে গিয়েছে। রোগী ও তাঁদের পরিবারের লোকেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এহেন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করার অশ্বাস দিয়েছে।

সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগের সামনে ২০১৫ সালে তৈরি করা হয়েছে উদ্যানটি। সেখানে গজিয়ে উঠেছে আগাছা। চিকিৎসা পরিসেবা নিতে আসা মানুষের অভিযোগ, উদ্যানটি এখন মশা ও পোকামাকড়ের আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা পরিসেবা নিতে আসা নিতাই রায় ও রেশমি খাতুন বলেন, উদ্যানটি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীঘ্রই আগাছা সাফ করা দরকার। স্থানীয় জনৈক বৃদ্ধ বলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রোগীদের আরও অসুস্থ করে তোলে। মশাবাহিত নানা রোগ নিয়ে যখন এত সরকারি প্রচার ও পদক্ষেপ, তখন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাঙ্গণই আগাছায় ছেয়ে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষ কেন এক্ষেত্রে উদাসীন, প্রশ্ন বৃদ্ধের। সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার তথা বিএমওএইচ মাসুদ হাসান বলেন, উদ্যানটির আগাছা সাফ করা হবে। শীঘ্রই কাজ করা হবে।

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK
विश्वास की परम्परा A tradition of trust
www.allahabadbank.in

আঞ্চলিক কার্যালয় : শিলিগুড়ি

দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস্, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর অধীন]

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এলাহাবাদ ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ার সুবাদে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ সহযোগে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লেখিত অর্থপরিমাণ টাঃ ৪,৭৭,১৬৫.০০ (চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত পঁয়ষট্টি মাত্র) পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতা শ্রী জয়ন্ত কর্মকার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধককারী) শ্রীমতী মধুশ্রী সিলভার প্যালেস-এর স্বত্বাধিকারী, প্রয়াত প্রভাত চন্দ্র কর্মকারের পুত্র, উত্তর বাবুপাড়া, পোঃ ও থানা - জলপাইগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি (পঃবঃ), পিন - ৭৩৫১০১-তে বসবাসরত এবং গোল্ডেন ভ্যালি, দ্বিতীয় তল, দোকান নং. এফ-১/৪ ডিবিসি রোড, জলপাইগুড়ি (পঃবঃ), পিন - ৭৩৫১০১ এবং শ্রী জয়ন্ত কর্মকারের স্ত্রী শ্রীমতী রিংকি কর্মকার, উত্তর বাবুপাড়া, পোঃ ও থানা - জলপাইগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি (পঃবঃ), পিন - ৭৩৫১০১-কে ১২.০৪.২০১৯ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন।

ঋণগ্রহীতা অর্থপরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ম দিবসে উক্ত অ্যাক্ট-এর রুল ৮ সহযোগে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সেকশন (৪)-এর অধীনে তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস্থলে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তিটির লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিটি সম্পর্কিত যে কোনো লেনদেন অর্থ পরিমাণ টাঃ ৪,৭৭,১৬৫.০০ (চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত পঁয়ষট্টি মাত্র) এবং তদুপরি সুদ-এর জন্য এলাহাবাদ ব্যাংক-এর চার্জসাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ

দোকান নং. এফ-১/৪-এর ন্যায্য বন্ধক দ্বিতীয় তল, গোল্ডেন ভ্যালিতে শ্রী জয়ন্ত কর্মকারের নামে, প্রয়াত প্রভাত চন্দ্র কর্মকারের পুত্র, ০৪.০৪.২০১৬ তারিখে ডিড নং. I-১৫২৯ ধারী, খতিয়ান নং. ৬৬৭২, জে. এল. নং. ৭, শিট নং. ৩৩ (কে.এ.), আর. এস. দাগ নং. ৩৫, ওয়ার্ড নং. ০৬, হোল্ডিং নং. ৭২/৪৩, দোকানের আয়তন ১০০ বর্গফুট, খড়িয়া মৌজার অন্তর্গত, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - জলপাইগুড়ি, সীমাবদ্ধ এবং আবদ্ধ -

উত্তরে	ঃ	৪' চওড়া প্যাসেজ
দক্ষিণে	ঃ	২'৬" চওড়া অভিন্ন প্যাসেজ
পূর্বে	ঃ	দোকান নং. এফ - ১/৩
পশ্চিমে	ঃ	দোকান নং. এফ ১/৫ দ্বারা

স্থান ঃ জলপাইগুড়ি
তারিখ ঃ ০৫/০৯/২০১৯

অনুমোদিত আধিকারিক
এলাহাবাদ ব্যাংক

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK
विश्वास की परम्परा A tradition of trust
www.allahabadbank.in

আঞ্চলিক কার্যালয় ঃ শিলিগুড়ি

দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (১)-এর অধীনে]

যেহেতু ঃ

নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনন্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে এলাহাবাদ ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ার সুবাদে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস,২০০২-এর রুল ৩ সহযোগে পঠিত সেকশন ১৩ (১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লেখিত অর্থপরিমাণ টা. ২৯,৮৯,৫১৬.৯০ (ঊনত্রিশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার পাঁচশত ষোলো টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র) পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতা শ্রী শংকর কর, বীরেন্দ্র মোহন করের পুত্র, স্বত্বাধিকারী-শ্রেষ্ঠা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধককারী/জামিনদাতা), শ্রী বীরেন্দ্র মোহন কর (জামিনদাতা/বন্ধককারী) এবং শ্রীমতী পিয়ালী কর শ্রী শংকর করের স্ত্রী (জামিনদাতা) সকলেই জমিদারপাড়া, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ স্কুল, পো. অ. বিবেকানন্দপল্লি, থানা-কোতোয়ালি, জেলা জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১-তে বসবাসরত এবং ব্যবসারত-কে ডাক পাঠিয়ে ০৪.০৫.২০১৯ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন।

ঋণগ্রহীতা অর্থপরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরের ৫ম দিবসে, উক্ত রুলসের ৮ সহযোগে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৪)-এর অধীনে তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস্থলে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিটির লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিটি সম্পর্কিত যে কোনো লেনদেন অর্থপরিমাণ টা. ২৯,৮৯,৫১৬.৯০ (ঊনত্রিশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার পাঁচশত ষোলো টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদের জন্য এলাহাবাদ ব্যাংকের চার্জসাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ

১) উত্তরে ঃ শংকর করের জমি, দক্ষিণে ঃ ১০ ফুট রাস্তা, পূর্বে ঃ অসিত গিরির জমি, পশ্চিমে ঃ দিলীপ বর্মনের জমি দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমিত জমিন্দারপাড়া, পাহাড়পুর, বিবেকানন্দপল্লিতে অবস্থিত, মৌজা খড়িয়া, ব্লক সদর, থানা কোতোয়ালি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ির অধীনে ১৩.৯৪ কাঠা/০.২৩ একর পরিমাপের এলাকার ১১.১২.১৯৮৫ তারিখের পাঠ্য পাট্টা পশ্চিমবঙ্গ ফর্ম নং. ১০৮৭, কেস নং XII-১৬ (এস)/৮১-৮২ অনুসারে আসল পাট্টা ডীডধারী স্বর্গীয় হরি মোহন করের পুত্র বীরেন্দ্র মোহন করের নামে জমির ন্যায্য বন্ধক।

২) উত্তরে ঃ কৃষ্ণ বর্মনের জমি, দক্ষিণে ঃ বীরেন্দ্র মোহন করের জমি, পূর্বে ঃ ৩' চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে মিলন চন্দ্র করের জমি দ্বারা আবদ্ধ ও সীমিত জমিন্দারপাড়া, পাহাড়পুর, বিবেকানন্দপল্লিতে অবস্থিত মৌজা খড়িয়া, ব্লক সদর, থানা কোতোয়ালি, জেলা জলপাইগুড়ির অধীনে খতিয়ান নং. ১৮০৮, প্লট নং. ৭২৪, জে. এল. নং. ০৭, শীট নং. ৬,০.০৩৩ একর পরিমাপের এলাকার ০৫.০৬.২০০৬ তারিখের পাঠ্য ডীড নং. I-১৫২০ অনুসারে বীরেন্দ্র মোহন করের পুত্র শংকর করের নামে জমির ন্যায্য বন্ধক।

৩) এলাহাবাদ ব্যাংক কদমতলা শাখা, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১-এর কাছে দায়বদ্ধ ০৪.০২.২০১৬ তারিখের রেজিস্ট্রেশন নং. ডব্লিউ বি ৭১এ ৮৭৮০ ধারী, এম/এস শ্রেষ্ঠা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী শ্রী শংকর করের নামে যানের (ট্রাক, পি/সাইডস) দায়বন্ধন, চেসিস নং. এমএটি ৪৫৫০৫৭১৮ পি ৩০৭৭০, ইঞ্জিন নং. ৪৯৭ এস পি ৬৮ পি ইউ ওয়াই ৬৪১৬৪৩, মডেল-টাটা-এসএফসি ৪০৭, নির্মাণের সাল ২০১৫, সিলিন্ডারের সংখ্যা ৪।

স্থান ঃ জলপাইগুড়ি
তারিখ ঃ ০৫/০৯/২০১৯

এলাবাহাদ ব্যাংকের নিমিত্ত
স্বাঃ অনুমোদিত আধিকারিক
এলাহাবাদ ব্যাংক

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে রিসার্চ স্তর পর্যন্ত সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

পদ্ধতি

১. svmcm.wbhed.gov.in পোর্টালে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে লগইন করুন
২. তথ্য আপলোড করুন **ক)** মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার মার্কশিট **খ)** শেষ বোর্ড/কাউন্সিল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার মার্কশিট **গ)** পারিবারিক আয়ের শংসাপত্র যা জয়েন্ট বিডিও (গ্রামীণ এলাকায়)/এক্সিকিউটিভ অফিসার (মিউনিসিপ্যালিটি)/ডেপুটি কমিশনার (কর্পোরেশন)/গ্রুপ-এ গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রদত্ত (কন্যাশ্রী আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) হতে হবে **ঘ)** বসবাসের সার্টিফিকেট হিসেবে আধার আই ডি/ভোটার আই ডি/রেশন কার্ড/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্র **ঙ)** কার্যকরী চালু অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আই.এফ.এস কোড সহ ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ের প্রথম পাতার স্ক্যান কপি

অনলাইন আবেদন পোর্টাল উন্মোচন করবেন
ডঃ পার্থ চ্যাটার্জ্জী, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যালয়শিক্ষা,পরিষদ বিষয়ক বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯
বিশদে জানা যাবে স্কলারশিপ স্কিমের ওয়েবসাইট/পোর্টালে www.svmcm.wbhed.gov.in.

হেল্পলাইন: ১৮০০-১০২-৮০১৪
e-Mail: helpdesk.svmcm-wb@gov.in
অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর, ২০১৯

বিগত ৮ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঃ

- ১৯টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং আরও ১১টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে চলেছে
- ৫০টি নতুন সরকারি/সরকার-পোষিত কলেজ স্থাপিত হয়েছে
- প্ল্যান বাজেট ১০৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬৫০ কোটি টাকা হয়েছে
- SVMCMS বাজেট ৯.৪৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২১১ কোটি টাকা হয়েছে
- SVMCMS -এর প্রাপক সংখ্যা ৫৪৪ থেকে বেড়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার ৮০৩ হয়েছে
- ছাত্র ভর্তি সংখ্যা ১৩.২৪ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০.৩৫ লক্ষ হয়েছে

স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ (SVMCMS)

পারিবারিক আয় বছরে ২,৫০,০০০ টাকা বা তার কম হতে হবে (ব্যতিক্রম কন্যাশ্রী সুবিধাভোগী এবং নন নেট এম.ফিল., নন-নেট পি.এইচ.ডি এবং নেট এল এস পি এইচ ডি ছাত্র-ছাত্রীরা)

কোর্স / প্রোগ্র্যামস	যোগ্যতার জন্য শেষ কোয়ালিফায়িং পরীক্ষার নম্বর	মাসিক হার (₹)
উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক স্তর (কলা) স্নাতক স্তর (বাণিজ্য) স্নাতক স্তর (বিজ্ঞান) স্নাতক স্তর (অন্যান্য ইউজিসি অনুমোদিত পেশাদারি কোর্স)	৭৫%	১০০০ ১০০০ ১০০০ ১৫০০ ১৫০০
স্নাতকোত্তর স্তর (কলা) স্নাতকোত্তর স্তর (বাণিজ্য) স্নাতকোত্তর স্তর (বিজ্ঞান) স্নাতকোত্তর স্তর (পেশাদারি কোর্স)	এসভিএমসিএমএস-এর জন্য ৫৩% কে-৩ অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য ৪৫%	২০০০ ২০০০ ২৫০০ ২৫০০
নন্-নেট এম.ফিল/নন্-নেট পি.এইচ.ডি এবং নেট-এল এস পি.এইচ.ডি	এনরোলমেন্ট/রেজিস্ট্রেশন ১.৪.২০১৭ এবং তারপর থেকে	যথাক্রমে ৫০০০ এবং ৮০০০
স্নাতক (ইঞ্জিনিয়ারিং), স্নাতকোত্তর (ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং এআইসিটিই অনুমোদিত পেশাদারি কোর্স	স্নাতক ১) ৭৫% ২) ল্যাটারাল এন্ট্রি স্কিমের জন্য ডব্লিউবিএসসিটি অ্যান্ড ভিই অ্যান্ড এসডি থেকে ডিপ্লোমা কোর্সে ৭৫%। স্নাতকোত্তর ঃ রাজ্যের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গে এআইসিটিই অনুমোদিত ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতকে ৫৫%	৫০০০
পলিটেকনিক	৭৫%	১৫০০
স্নাতক স্তর (মেডিক্যাল ডিগ্রি)এবং ডিপ্লোমা কোর্সেস	৭৫%	৫০০০ এবং ১৫০০ যথাক্রমে

ICA-1926(13)/2019..

উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার